এইচএসসিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্র, দুর্যোগে থাকবে বিকল্প

নিজস্ব প্রতিবেদক
১৯ জুন ২০২৬, ১২:০০ এএম

আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে ২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা। এবার দেশের সব সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। একই সঙ্গে বর্ষা মৌসুমে বন্যা বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে পরীক্ষা পরিচালনায় বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন তিনি।

গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব আবদুল খালেক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. খান মইনুদ্দিন

আল মাহমুদ সোহেল, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহীনা ফেরদৌসীসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের সব শিক্ষা বোর্ডে একই মান ও সমতা নিশ্চিত করতে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি দেশে একই পর্যায়ের পাবলিক পরীক্ষা ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নে হওয়া যৌক্তিক নয়। বিশ্বের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক

শিক্ষা ব্যবস্থার মতো একই দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য একক মানদণ্ডে পরীক্ষা আয়োজনই আধুনিক ও গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি। এ কারণে এসএসসি ও এইচএসসিতে অভিন্ন প্রশ্নপত্র চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জুলাইয়ে সম্ভাব্য বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা আয়োজন নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা বা অন্য কোনো দুর্যোগ দেখা দিলে পরীক্ষার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হবে। প্রশ্নপত্র আগেই কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হবে। কোথাও সমস্যা তৈরি হলে তা বিকল্প প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংশ্লিষ্টদের দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের যেন কোনো ধরনের ভোগান্তিতে পড়তে না হয়, সে বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

নতুন শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটি মূলত একটি সহজ ও চাপমুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি হবে। এ পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের কোচিং সেন্টারে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। তিনি বলেন, ক্যাচমেন্ট এরিয়া এবং ভর্তি মূল্যায়ন- দুই বিষয় সমন্বয় করে আসনসংখ্যা অনুযায়ী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। অতীতে ভর্তি পরীক্ষায় নানা অনিয়ম ছিল। এবার আমরা এমন একটি ব্যবস্থা করতে চাই, যা শিশুদের জন্য হবে আনন্দময় ও চাপমুক্ত।

নতুন পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতি ও সংগীত শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির পর পর্যাপ্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ বিষয়ে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে সংস্কৃতি অঙ্গনের যেসব প্রশিক্ষক ও শিক্ষক রয়েছেন, তাদের ক্লাস্টারভিত্তিকভাবে বিভিন্ন উপজেলায় সম্পৃক্ত করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোও সহযোগিতা করবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে সংগীত, নাটক ও সংস্কৃতিবিষয়ক বিভাগ চালু হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষকও পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ‘ম্যাথ ল্যাব’ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ : দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ম্যাথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। গতকাল রাজধানীর সাঁতারকুলে (বাড্ডা) গ্লেনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পর্যায়ক্রমে ম্যাথ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। এই উদ্যোগ দেশের প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও আধুনিক, দক্ষতা-ভিত্তিক এবং প্রযুক্তিবান্ধব করে তুলবে এবং স্মার্ট ও জ্ঞানভিত্তিক বাংলাদেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ সময় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষক, অভিভাবকরা উপস্থিত ছিলেন।